OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 113 - 121
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সমকালীন সময়ের অভিঘাত ও দেবদাস আচার্যের কবিতা

অসীম সরকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
বাংলা বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ
Email ID: dhandurba21@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
socio-political, Partition, homelessness, violence, lawlessness, struggle, common people, economic collapse.

Abstract
Devdas Acharya's poetry powerfully reflects the socio-political upheaval of 1960s–70s Bengal, marked by the Partition, class struggle, and revolutionary movements like Naxalbari. As a displaced victim of Partition himself, Acharya captures the pain of homelessness, state violence, and widespread suffering in his collection 'Kalakram o Pratidhwani'. His verses reveal the daily struggles of common people, especially landless farmers, who rose up against exploitation and were met with brutal suppression. Acharya also exposes the increasing vulnerability of women, highlighting rising sexual violence and prostitution amid lawlessness and social breakdown. In a time of political betrayal and economic collapse, his poetry serves as both witness and resistance— chronicling hunger, rage, and the resilience of the oppressed, including peasants, the middle class, and marginalized castes.

Discussion

পরিদৃশ্যমান ও কল্পনার জগৎ ছাড়াও সমকালীন সময়ের অভিঘাতের মিথস্ক্রিয়া হ'ল কবিতা। কবিহৃদয় সেই মিথস্ক্রিয়ার ভূমিক্ষেত্র। ফলত, কবির কলমে উঠে আসে — অতীতের স্মৃতি আর সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় সমকালীন সময়ের চালচিত্র। আসলে সৃজনপ্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে স্রষ্টার ব্যক্তি আমি ও তাঁর সমাজজীবনের কল্পনা-চিন্তা-অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সারস্বত ঐশী চেতনা। সাতের দশকের কবি দেবদাস আচার্য ছিলেন দেশভাগের প্রত্যক্ষদর্শী এবং একজন বাস্তুহারা মানুষ। ফলত, তৎকালীন সময়ের নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। ১৯৭০ সালে বাংলা কবিতার জগতে তিনি উপস্থিত হলেন 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি' (অজ্ঞাতবাস) কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। এই কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে সঞ্জীব প্রামাণিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কবি বলেন —

> "আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে যুগচিহ্ন আছে। ষাটের দশকে রাজনীতি সমাজ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আলোড়ন চলেছিল। এ দশক বিপন্নতার দশক— মানবতার অসম্মানের দশক। কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে তিন টুকরো হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে হাংরি জেনারেশন ছাড়াও শাস্ত্রবিরোধী গল্প-কবিতা আন্দোলন হয়েছে। চিন-ভারত সংঘর্ষ-নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধরপাকড়-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> তিন-তিনবার কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ও তা ভেঙে যাওয়া-বাংলায় প্রথম ভারতীয় ফ্রন্ট রাজনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর আঘাত নেমেছে। পুলিশি সন্ত্রাস, কার্ফু, চিরুনি তল্লাশ, আছড়ে-পড়া নকশালবাড়ি আন্দোলন, হত্যালীলা... 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'র কবিতাগুলো এ সময়ে লেখা। তখন আমার বয়স ২৫-২৬। নামকরণে বোঝা যাচ্ছে কালক্রমের প্রতিধ্বনি এতে ধরা আছে— আলোড়িত সময়ের (৬৫-৭০) প্রভাব এতে আছে। ফলে কবিতাগুলোতে সামাজিক স্পন্দন উঠে এসেছে।"[১]

ফলত, দেবদাস আচার্যের কবিতা পড়তে গিয়ে আমাদের প্রথমেই মনে পড়বে ভয়ঙ্কর ষাট ও সত্তরের ইতিহাস ও তার প্রতিচ্ছবি। আর্থাৎ বিপ্লবী অন্দোলনে বাংলার ভূমি যখন উচ্চকিত, কান পাতলে শোনা যায়— প্রতিবাদী মিছিলের হট্টোগোল, বাতাসে বারুদের গন্ধ— মানুষের জীবন যেখানে বিপন্ন, সেই রাজনৈতিক অভিঘাতের বৃহত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি লেখেন -

"তখন গামবুট পায়ে বিপ্লবী গেরিলার মতো মেঘ নেমে আসে
পৃথিবীর খুব কাছে, প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায়...
গামবুট পায়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির মতো ঘন্টা নেড়ে
চারিদিক থেকে ক্রলিং-এক...দো... তিন...
সাধারণ লোকটিও ছুটে যায় ভাঁড়ারে আমার বাঘনখ
আমার বাঘনখ।"[২]

একদিকে রাষ্ট্রশক্তির সংঘাত, দেশভাগের যন্ত্রণা অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে ভয়াবহ অবস্থা, খাদ্য আন্দোলন ও নকশালের চেহারা তরুণ কবিকে ভীষণভাবে পীড়িত করে। শ্রেণিচ্যুতি ও আত্মত্যাগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বহু মেধাবী তরুণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী চাকরির মোহ ত্যাগ ক'রে গ্রামে গিয়ে ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের সংগ্রামে যোগ দিতে শুরু করে। ফলস্বরূপ কৃষক আন্দোলন রুখতে ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে খতম অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়— গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে। পুলিশ কর্মচারীরা গ্রামের কৃষক ও তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতিদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। ফলত, সাধারণ মানুষেরও প্রতিশোধস্পৃহা আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তখন কবি লিখছেন—

"আমি জানি না এমন নয় যে ক্রমশ রণক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে
আমি জানিনা এমন নয় যে শজারুর মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে
সমস্ত পৃথিবীর পিঠ ও প্রতিশোধস্পৃহা।"[৩]

শাসকের আস্ফালনে বাতাস বারুদের গন্ধ সারা বাংলায় ছড়িয়ে যায়— ক্রমশ চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। শজারুর কণ্টকিত পিঠের তীক্ষ্ণতা যে-ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে— সমস্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের পিঠও তেমনি ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। সাধারণ মানুষ আত্মসংকটে ক্রমেই হয়ে ওঠে— আক্রমণপ্রবণ। এই পরিস্থিতিতে দেবদাস আচার্যও 'উৎক্ষেপক'কে জাগিয়ে রাখেন, তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে—

"হে অমোঘ দেখে ওঠো শিল্পের ভিতর দিয়ে উৎক্ষেপক
ফুঁড়ে ওঠো, গুণ টেনে চলে এসো স্রোতের সমূহ ব্যতিরেকে।"[৪]

কবির এই আহ্বানে জীবনযাপনের কঠিন সংগ্রাম যেন ইস্তাহার হিসেবে প্রতিপন্ন হ'তে থাকে। মন্বন্তর, দেশভাগ, দাঙ্গা একের পর এক আসতে থাকলেও মধ্যবিত্তের সংগ্রাম যেন আরো জোড়াল হতে শুরু করে। তারা আঁকড়ে ধরতে থাকে মার্কসবাদী আন্দোলনের রোমাঞ্চকে, খুঁজে নিতে চায় নেহেরু সামন্ততন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা ও পুনরুত্থানের পথ। কিন্তু, শ্রেণি অসামর্থে প্রথমটিতে মুক্তি মেলেনি, পরেরটা ঐতিহাসিক নিয়মেই ব্যর্থ হয়। সুতরাং অবনমন চাকরির বাজার সংকুচিত, বাণিজ্যে অনাস্থা, কৃষি অর্থনীতির দুঃসহ ভাঙন— এই আর্থিক দুরাবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে। তারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল 'খিদে' কবিতায়—

"আমার ছোট্ট আর মিষ্টি মা রুটি ভাজেন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এবং তাকিয়ে থাকেন বাবার সেলাইকলের দিকে
এবং আমরা চুপচাপ বসে থাকি
যেন কোনো একটা বিপদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের
প্রস্তুতি চলছে।”[৫]

ফলত, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাইরে অস্তিত্বের জন্য লড়াই এবং ভিতরে খিদের সঙ্গে সংগ্রাম সাধারণ মানুষের কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে। অভাবী সংসারের অসহায় বাবার দিকে হতাশাগ্রস্ত তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আসলে, দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু মানুষদের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গমুখী উদ্বাস্তু মানুষদের মিছিল ঘন ঘন আয়োজিত হতে লাগল। এই উদ্বাস্তু মানুষদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন ও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বৃহৎ শিল্পে পরিকল্পনা করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি। যে-কারণে কবিতায় দেবদাস আচার্য সেই বিপদের (খিদের) সাথে যুদ্ধের (সংগ্রামের) প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আগে থেকেই জানিয়ে সতর্ক বার্তা দেন—

“আমাদের চারিদিকেই শত্তুর
খরা, বন্যা, জোতদার আর মহাজন
আমরা জীবনভর ঝড়ো হাওয়া আর খিদের
সঙ্গে লড়েছি।”[৬]

এরই সমান্তরালে সাতের দশকে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পরও অপরাধীদের কোনো শাস্তি হয়নি বরং প্রশাসনের মদতে তারা অপরাধ জগতের গভীরে প্রবেশ করলো। ফলত, সাধারণ্যে, যুবসমাজের নারীর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল। যৌন অত্যাচার হ’ল স্বাভাবিক পরিণাম। পতিতাবৃত্তির ব্যাপকতা বেড়ে গেল। চারিদিকে এইসব যুদ্ধের আবহ, আন্দোলনের ঘনঘটা, মার-দাঙ্গা, উচ্ছেদ-যন্ত্রণার চাপে পড়ে প্রাণ দেয় মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের দল। কিন্তু যুদ্ধের উত্তাপ সাধারণের গায়ে লাগলেও তারা জীবনবিমুখ না হয়ে বরং সুসময়ের জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। দেবদাস আচার্য যেমন বলেছেন তাঁর কবিতায়— ‘একটা কালো ছাতার নিচে আমরা বসে আছি/ স্ত্রীকে বলছি ঝড় এলে বিচলিত না হতে।’[৭] এই ‘কালো ছাতা’-কে ধরে নেওয়া যেতেই পারে অস্বস্তিকর-কুসময়ের প্রতীক হিসাবে। এই কুসময়ের মধ্যে অবস্থান ক’রে কবি এক রঙিন স্বপ্নের জন্য ‘বেপরোয়া ধৈর্য’ নিয়ে বসে থাকেন, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে। যার জন্য কবি বলছেন—

“আমার কিছু বলার নেই, আছে শুধু করার, একটা নকল চাবি অথবা ডিনামাইট
১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ এই দীর্ঘ ছ’টি বছর জুড়ে মাথা নিচু করে এইসব ভেবেছি
... ভয় রাগে আর দুঃখে আর প্রতিহিংসায় একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকি, ভাবি
হয়তো কিছু করার আছে আমাদের, হয়তো তা পিছিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।”[৮]

১৯৭০-৭৬ সালের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, খাদ্য আন্দোলনে শহীদ হতে দেখে কবির একদিকে ভয়, রাগ, দুঃখ গভীর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, তিনি প্রতিহিংসায় ফুঁসতে থাকেন। এসবের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না, তাই নিজের আত্মপতনকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। এই না পারার বেদনা কবি-হৃদয়কে অবিচলিত করে তুলছে ক্রমশ। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের এই দোলাচলতা, বৈষম্য, মনোজাগতিক ঘাত-প্রতিঘাত টলিয়ে দিচ্ছে জীবনের ভারসাম্য। এসবের মাঝে কবির আত্মসমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে। রাজনীতি, ভোটের ক্ষতিকারক দিক, এমনকি বিজ্ঞাপন কীভাবে মানুষের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দেয়— তার যন্ত্রণাময় অভিঘাত উঠে আসে কবিতার পর কবিতায়। কবির নিজেকে ‘ইডিয়ট’ মনে হয়। তবুও সমস্ত সংবেদনশীল মানুষের অসহায় আত্মধিক্কারের প্রতিনিধি হয়ে কবি লেখেন— ‘আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ইডিয়টকে দেখে বড়ই বিরক্ত হই—’ (ইডিয়ট)। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রশ্ন, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শন দেবদাস আচার্যের কবিতার একপ্রকার লক্ষণের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাজনৈতিক কার্মসূচির একটা বড় লক্ষ্য সাধারণ মানুষকে হুজুগে মাতিয়ে রাখা। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, যুক্তফ্রন্ট, ১৯৬৯ সালে C.P.I (M.L) গঠনে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের ঘটনায় বস্তি, মহল্লায় হুল্লোড় চলতে থাকে। কিছু না বুঝে ঢোলের উদ্দাম তালে তারা নাচতে শুরু করেন। যে-নৃত্য দেখে কবির মনে হয়— মানুষের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবনমন কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। হেতুহীন, যুক্তিহীন উন্মাদনার প্রভাবে রাজনীতির কল্যাণমূলক সম্ভাবনাও যেন অতি সহজে গড্ডালিকা স্রোতে পরিণত হ'ল। এমনই এক নির্বোধ অবক্ষয়ের কথা পাওয়া গেল কবিতায়—

"সামনের সোমবার মন্ত্রীসভা শপথ নেবেন :
হেই বাবা মন্ত্রীসভা, মানিকপীরের পুজো দেব গরীবের বৌ যেন ভালোই ভালোই খালাস হয়
নাচোরে, একানী, নাচো—"[৯]

এই 'একানীর নাচ'-এর ভেতর রয়েছে তীব্র শ্লেষ। তাই কবি নিজেকেও ঠাট্টা করে বলেন— 'হ্যালো মাস্টার/১৯৮২ সালও চলে গেল।' (যেভাবে আছি)। নানা দোলাচলতায় মানুষ তার অস্তিত্ব ও সত্তাকে সংকটে এনে ফেলেছে; যার প্রতিকার হয়তো সম্ভব নয়। তাই কবি নিজেও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে কালক্রমের জটিলতার পাকে নিমজ্জিত হয়ে মানুষের দুরাবস্থার এক অখণ্ড ছবি নির্মাণ করেন। কিন্তু, আর একটি জীবনের কালপ্রবাহ কালক্রমের প্রতিষ্ঠধ্বনির কথা বলতেই হবে— এক বৃহত্তর চেতনায় উন্নীত হয়ে কবিসমাজ পরিবেশের অবয়বটিকে তুলে আনলেন। সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল দেশভাগ পূর্ববর্তী রাজনীতি দ্বন্দ্বের পঙ্কিলতা এবং দেশভাগ জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবন। স্বাভাবিকভাবেই দেবদাস আচার্যের কবিতায় উঠে এলো খেটে খাওয়া মানুষের কথা। কিন্তু সেখানেও শ্রমিক-কৃষকদের শোষণ-পীড়ণ অব্যহত, সেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে কবি লিখছেন—

"এই দূর গ্রাম এখানে হাঁটছি একজন বোকা মানুষের মতো
রবিখন্দের খামার পাহারা দিচ্ছে জোতদার, চাবুক হাতে, এই ভারতীয় গ্রাম।"[১০]

কবি তার প্রিয় গ্রামে বিচরণ করেন— সনাতন মূল্যবোধ নিয়ে। কখনো শতাব্দীর উলকি শরীরে বহন করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে কবি পরবর্তী সভ্যতা তথা অনাগত সভ্যতায় সেই উলকির স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে চান। যাতে সভ্যতা তার শিকড়কে সন্ধান ক'রে যথার্থ উন্মোচন ঘটাতে পারে। এমনই যন্ত্রণা বহন করতে কবির চোখ পড়ে অখণ্ড দেশের মানচিত্রে, কাঁটাতারের বেড়াগুলিতে। রাজনৈতিক অরাজকতা, বৈদেশিক শক্তির শাসন-পীড়ণ, রাষ্ট্রের ভিতরে চলতে থাকা বিভিন্ন জটিলতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাঁটাতারের এক একটি কাঁটা হয়ে সাধারণ মানুষের শরীরে ও মনে আঁচর কাটতে শুরু করে। আর সমাজের সুবিধাভোগীরা, উচ্চবিত্তরা তার ফাইদা লুটতে থাকে। আর একদিকে শুরু হয়— সাহিত্য দিয়ে মানুষকে নষ্ট করার কাজ। কিছু লেখকগোষ্ঠী কায়েমিস্বার্থ বুঝিয়ে সমগ্র দেশকে নীতি-নৈতিকতা-মানবিকতাহীন করে তোলার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে নেয়। তারা বুঝেছিলেন সমাজের আন্দোলনকারী তথা কৃষক, শ্রমিকদের পাশে বুদ্ধিজীবী-চিন্তাশীল তরুণ যুবকদের সমর্থন ছিন্ন করতেই হবে, যাতে তা সমাজ পরিবর্তনের বিপক্ষে যেতে পারে। তাই সুকৌশলে অভ্যন্তরীণ সরকার যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন মাদকতাপূর্ণ দ্রব্যের ব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনতার প্রচার চালানো হয়। এর ফলে সাতের দশকের সমাজের অর্থনৈতিক প্যারামিটারও বদলাতে শুরু করে। বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তরুণ-যুবকেরা সেই প্রতীকী হয়ে উঠতে অর্থের ভোগে প্রবেশ করে। এ-প্রসঙ্গে আটের দশকে প্রকাশিত কবি শঙ্খ ঘোষের 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতাটির মনে পড়ে যায়—

"বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত

মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজিক এই অবক্ষয় ক্রমশ মানুষের সংগ্রামী মানসিকতাকে গ্রাস ক'রে নিতে থাকে। ফলত, খুব সহজেই দেবদাস আচার্য 'চামড়ার নিচে দংশনের দাগ' দেখতে পান। সমাজ পরিবর্তনে আশায় ব্যর্থ কবি নিরাশ হয়ে, শহরতলির পথে হেঁটে সেই সংগ্রামী ক্লান্ত মানুষের মুখ দেখে বিমূর্ষ হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে, ১৯৭০-এর সেই নকশার থেকেও আজকের চালচিত্রটি আরও জটিল ও ভয়াবহ। এমত অবস্থায় মানুষের জীবন যেন অচল ঘড়ির মতো ঝুলে শুরু করেছে। যেখান থেকে পালাবার কোনো ভূমিখণ্ড আমাদের জন্য আর অবশিষ্ট নেই।

এই সময়পর্বে চক্রান্তের শিকারে যুবসম্প্রদায়ের পর আসে, নারীসমাজ। রাষ্ট্র বিশেষে কিছু সাম্প্রদায়িক ঘটনায় হত্যা ও লুণ্ঠণ বাড়তে থাকে। প্রধানত গ্রামে গ্রামে জুলুম চালানোর ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। কোথাও শস্যভরা ক্ষেত নষ্ট করা হয়েছে। জানা যায়, এই অকথ্য অত্যাচারে একসময় আদিবাসীদের ঘর ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকার ঘটনা মাঝে মধ্যেই শোনা যায়। সেইসময় হাজার হাজার আদিবাসী মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে কাজের সূত্রে। কিন্তু সেখানেও তাদের বঞ্চিত করা হয় মজুরি থেকে। যুবতি মেয়েদের জোর ক'রে পতিতাবৃত্তিতে নামিয়ে দেওয়া হয়। কবি বলেন—

"আমার বোন শূন্য বারান্দায় হেঁটে বেড়ায়, তার কশি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গরম লাভা
আমার ভাইকে আমি ছুটতে দেখেছি কবজিতে বার্শা নিয়ে,
পিঠে বুলেটবিদ্ধ ভারতীয় রক্তিম মানচিত্র।"[১১]

ফলত, কারো ভাই, কারো বোনের রক্তে ভারতীয় মানচিত্র রক্তাক্ত হতে থাকে। কবিও বিমূর্ত হয়ে পড়েন, অপ্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেকেই নিজে খুন করতে উদ্যত হন। অদ্ভুত জড়তায় কবির অস্তিত্বে বিপন্নতাবোধের তাড়ণায় লেখেন— 'সুন্দর ঘুম আসে আমার'[১২]— 'ঘুম' অর্থাৎ অসাড়তা কবিকে ঘিরে ধরে। ভাইকে কিংবা বোনকে রক্ষা করতে সে অসমর্থ। এক বিকল্প শরীরের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকেন ক্রমশ তিনি। কবির এই সমস্ত পর্যবেক্ষণে উঠে আসে— সমাজ কতটা পঙ্গু হচ্ছে তারই ছবি। কিছু মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাব সামিল হয়ে থাকছে, এই ক্ষতটিকে আরও কষ্টদায়ক করে তুলতে। ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচার, খাদ্য সংকট বৃদ্ধির খবরা-খবর এড়িয়ে খবরের কাগজগুলিতে তুলে আনা হয় কোনো জেলফেরত মন্ত্রীর ভাষণ, শহুরে আমলাদের পিকনিকের কাহিনী। অর্থাৎ দেশ ও দশ সম্পর্কে কর্তব্য গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হয়েও সেই কর্ম থেকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিরত থাকে, তবে সমাজের ধ্বংস তো অবধারিত। তারা শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে কোনো খবর সম্পাদিত করে না। এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী 'সত্তরের দশক ও তারপরে' প্রবন্ধে বলেন—

> "সত্তরের দশকে যেভাবেই পরিবেশন করুক, বুর্জোয়া কাগজগুলিই আন্দোলন-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর খবর দিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কথাটি আমাদের দেশে মাঝে মাঝে শোনা যায়। অতীতের কথা জানি না, তবে আমার জ্ঞানকালের মধ্যে স্বাধীন সংবাদপত্র দেখিনি। কায়েমিস্বার্থই সরকারকে ও সংবাদপত্রকে চালায়। কিন্তু এখন সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনে গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলের সত্যি খবর বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা, যে-কোনো আন্দোলন বিষয়ে বিকৃত বা একপেশে সংবাদদান খুবই লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, বিশেষ করে বীভৎস হত্যা বা যৌনঅপরাধ, বা কেচ্ছাকাহিনির মিনাবাজার খুলে দেওয়া। কোনো পিশুন পিতা তার ১১ মাসের মেয়েকে ধর্ষণ করতে পারে, ধরে নিলাম সে তা করেছে। কিন্তু সেটি সংবাদ হিসেবে আলোকিত করার উদ্দেশ্য কি? আমি তো জানি যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো জায়গায় ধনীমানি প্রাক্তন সংসদপুরুষ স্ব-স্বার্থ হাসিল করতে নিজে ডাইনিচক্র ডেকে কয়েকটি গরিব আদিবাসীকে 'ডাইনি' বলে অকথ্য নির্যাতন করছেন এবং সেখানে সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিরা আছেন। তবু খবরটি যথার্থ সত্যে কখনো বেরোচ্ছে না।"[১৩]

এত ষড়যন্ত্র, সুপরিকল্পিত চক্রান্ত দিয়েও কিন্তু শেষপর্যন্ত মাটি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। মানুষ যতই নিরস্ত্র হোক সম্মুখ সমরে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অস্ত্র কোন না কোন জুটিয়ে নিয়েছে। জীবনযাপনের রীতিতে এই ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই হয়তো নিম্নবিত্তের জয় লুকিয়ে আছে। ক্রমাগত বঞ্চিত, শোষিত, মানুষদের পরিশ্রম করে যাওয়া হয়তো এক বড়ো হাতিয়ার— যা সাধারণ মানুষের আত্মাভিমানকে জাগিয়ে রাখে। কৃষক বিদ্রোহে যখন কৃষকদের জমি ও ফসল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দখলের কার্যকলাপ বাস্তবয়িত হতে দেখা যায় না বা তাদের কর্মসংস্থানের কোন পথ উন্মোচিত হয় না, অথবা ছয়ের দশকে শ্রমিকদের দ্রুত কমে যাচ্ছিল— বিশ্ব অর্থনীতির দুরাবস্থার চাপে পড়ে সরকার তখন অত্যাচার চালাতে লাগল শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। ফলত সমাজের মধ্যে এক বিরাট সংকট উপস্থিত হল। মানুষ ছিনিয়ে নিতে থাকলো শুধু 'বেঁচে থাকা' টুকু বিনিময়ে জাগিয়ে রাখতে চাইল 'শ্রম'-কে। এই কঠিন জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য শুধু সারল্য ও শুদ্ধতা থাকাটা জরুরি নয়। তাই কবি তা বিসর্জন দিয়ে আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত থাকতে বলেছেন। এও এক অভিমান ক্ষোভ, রাগ, বিতৃষ্ণা থেকে উঠে আসা আত্মগত বেদনাগত স্বাভিমান। তাই কবি এই অন্ধকার সময়ে আত্মরক্ষার পদ্ধতি জেনে রাখতে আহ্বান করছেন কবিতার মধ্য দিয়ে—

"পিঠ বাঁচানোর জন্যে তৈরি থাকো আস্তিনের ভেতর লুকিয়ে রাখো ছুরি
আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি রাখো, যুদ্ধ যুদ্ধ...।"[১৪]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পালাবদলের অগ্নিচ্ছটা কবিকে দগ্ধ করেছে আজীবন। স্বাধীনতাকামী মানুষের আপোষহীন সংগ্রামের এই যাত্রাপথ সহজ ছিল না। ভারতীয় পথে চলমান উদ্বাস্তু বা দেশহারা মানুষদের জীবন হয়ে পড়েছিল অনিশ্চিত। সেকারণেই হয়তো সবাইকে আস্তিনের ভেতর ছুরি লুকিয়ে রাখতে হয়। এই অনিশ্চিয়তা, অস্থিরতা শুধুমাত্র দেশহারা মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না - তা ছড়িয়ে গিয়েছিল বাংলার ভূমিপুত্রদের জীবনেও। ওপার বাংলার মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে এদেশেও। ফলে আরও বেশি ক্ষত-বিক্ষত হয় সাধারণ মানুষ। দেবদাস আচার্যের জীবনপ্রবাহের দিকে নজর-দিলে দেখা যাবে— বাল্যাবস্থায় দেশহারা হয়ে স্বজন ছাড়া ও স্বদেশ পরিত্যাগের যন্ত্রণা এবং পরবর্তীতে অভাব অনটনের দাবদাহ তাঁকে একাকীত্ব, বিপন্নতা বোধে তাড়িত করেছে। আর এই সময়কালের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে এক একটি অভিজ্ঞতার চালচিত্র। অদূর অতীতে রক্তগর্ভ স্মৃতির টুকরো টুকরো কথা উঠে আসতে লাগলো তাঁর কবিতায়। সত্তরের ব্যাপক প্রবণতা তার হাঁড়মজ্জায় এমন অনিবার্যভাবে গ্রথিত হতে লাগলো যে, তাঁর কবিতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় রইল না আমাদের। এই সময়পর্বে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে-রূপ ধরা পরলো, তাতেও কবি হতাশাগ্রস্ত হলেন। জরুরি অবস্থায় কিছু মানুষ ব্যাপক সুবিধা ভোগ করতে লাগলো, আর কিছু মানুষ বঞ্চিত থেকে গেলেন। ফলে সাধারণভাবেই জন্ম হল এক ছদ্মবেশী সুবিধাভোগী মানুষের। ধনতন্ত্রের মতোই বাঙালি তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তের জন্ম সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের অশুভ সংগ্রামের ফল। এই মধ্যবিত্ত হয় ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রমুখ ব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্তিত সামন্ততন্ত্রের শোষক শ্রেণিভুক্ত সাম্রাজ্যবাদের দালালশ্রেণির পুঁজিপতি বণিক রূপে অস্ফালন করতে লাগলেন। এই প্রকৃতি বা কাঠামো অনুযায়ী ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রকৃতি গড়ে ওঠে। সমাজের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়-ব্যয়ের ও সমাজের শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিস্থাপিত হওয়ার ব্যাপক বাসনার দ্বারা। সাতের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতিতে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বা উৎপাদন হারের অবনতি ঘটে তাতেও ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের তাগিদ বেড়ে গেল। এমন সময়ে কবি উচ্চারণ করেন—

"খুঁটে খুঁটে দানা খাই, রোদে হাঁটি
মধ্যবিত্ত মাথার কামড়ে কষ্ট পাই কিছু।"[১৫]

কবি বুঝে উঠতে পারেন না সুবিধাভোগী ওই মানুষদের হাতছানির বাইরে বঞ্চিত মানুষদের ছোট ছোট ঘরগুলি কীভাবে দিনপাত করবে। চোখের সামনে অন্যায় কর্ম দেখা সত্ত্বেও কিছু করতে না পারার আত্মাযন্ত্রণা কবিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে। ফলত, কোথাও ধর্মসভা হলে হৃদয়ের আকুতি ঢেলে কবি কিছুটা বিমোহিত হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সময় চলে যায় প্রতিবাদী হতে হবে জেনেও প্রতিবাদের সুর ভেসে ওঠে না।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, দহন-পীড়ন দেখে এক দারিদ্রপীড়িত কিশোর মনে যে ভাবনার সঞ্চার হয়েছিল সেটা ছিল কবির জীবনকে দেখার একটি দর্পণ। এই দীর্ঘ পীড়িত সময় যাপনে কবি বুঝেছেন জীবন কী, কী তার মানে। ফলত, এই জীবনই দেবদাস আচার্যের কবিতায় চিত্ররূপে উঠে এলো। যে চিত্ররূপে আছে কবির অভিজ্ঞতা, নোংরা বিবেকবর্জিত সমাজে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতায় হস্তান্তর করা জোতদাররা ও গ্রামপ্রধানের অত্যাচারের ইতিহাস। তখন কবির কবির মনে প্রশ্ন জাগে— এক ইংরেজদের কবল থেকে মুক্তি পেয়েও কি সাধারণ মানুষ পরাধীনতার শিকলচ্যুত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হ'ল? না বৈদেশিক শাসকশ্রেণির পতন হলেও অভ্যন্তরীণ দালালগোষ্ঠী, সামন্তপ্রভুদের কড়াল গ্রাসেকৃষক ও শ্রমিকের পরিবার বলি হতে থাকলো। কে দেবে এ-প্রশ্নের উত্তর। এই বিভ্রান্তিকর সময়ের সমস্ত বিমূঢ়তাকে নিজের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখে কবি নিজের চৈতন্যকে জাগ্রত রাখতে লেখেন—

> "এই পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গীয় এমন কিছু আমি ভাবতে পারি না, কিন্তু যারা এই পৃথিবীকে নরক বানাতে চেয়েছে, তাদের প্রতি আমি ঘৃণা জানিয়ে গেলাম, বার বার ঘৃণা জানিয়ে গেলাম।"[১৬]

যে-কবির জীবনঅভিজ্ঞতা এমন তো তার হবে অস্থিরকর তাঁর পক্ষে সহজভাবে জীবন অতিবাহিত করা কী ক'রে সম্ভব। যার জন্য তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন— 'বস্তিবাসী এক শ্রমিকের সন্তান' রূপে। মফঃস্বলের বাসিন্দা তিনি, ফলে তিনি দেখেছেন উচ্চবিত্ত তথা মধ্যবিত্তের পরস্পর সহাবস্থান এবং উচ্চবিত্ত তথা ইংরেজ হৌসের কর্মচারীর বংশধরদের পীড়ন শোষণ। এ-অভিজ্ঞতা বড়ো যন্ত্রণার। কবি এর মুক্তি পেতে চান এবং স্বপ্ন দেখেন উত্তর-পুরুষের সংগঠিত সুসমাজের। যাদের ওপর কুসংস্কারের মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার থাকবে না। হতাশাগ্রস্ত হলেও কবি ক্ষীণ আশার আলো হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে রাখেন।

দেবদাস আচার্য জীবনপ্রবাহে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা বহুদর্শিতা পরিচায়ক ক'রে তোলে, যা কবিতা লেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। আর এই অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত করেছিল জীবন সংগ্রামের নানা পরতে পরতে। কিন্তু, তিনি অত্যন্ত নিরাসক্ত নির্মোহ মন নিয়ে সমকালীন ঘটনাস্রোতকে গ্রহণ করেছেন। তাই স্মৃতির ভাণ্ডার ব্যক্তিগত হলেও তা ছিল সমসময়ের ঘটনাবলীর এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় ইতিহাস বা রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশভাগ। এই রক্তাক্ত বিভাজনে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হলেও তীব্র ক্ষোভ সংবরণ করে যতটুকু বলা উচিৎ, ঠিক ততটুকুই উপস্থাপন করেছেন কবিতার মধ্য দিয়ে। তৎকালীন বিভীষিকাময় ঘটনাচক্রের অভিঘাতে বারবার বসতি বদল হলেও সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনকে শান্তরসে ডুবিয়ে নিয়েছেন। একাকীত্ব, দারিদ্রতা, স্বদেশছিন্নতাকে বরণ ক'রে তিনি জীবনকে উদযাপন করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে দিয়েই। ফলত, 'কালক্রম প্রতিধ্বনি' থেকে 'মৃৎশকট', 'মানুষের মূর্তি', 'উৎস বীজ' পর্যন্ত ধাপে ধাপে কবির মানসিকতার যে উত্তোরণ দেখা যায়— যা কবির জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিস্থাপিত করে। দাঙ্গাক্ষুব্ধ সময়ে দেশভাগের কারণে বাঙালিজাতিকে যে দুর্ভোগ গ্রাস করেছিল, অনিবার্যভাবে বাঙালিজীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে। এই সময় সাহিত্য রচনার মানসিক প্রস্তুতিটুকুও ছিল না। আর এই সময়ই দেবদাস আচার্যের মর্মন্তুদ অভিঘাতে গড়ে ওঠা বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ—

> "আমি একটু একটু করে নির্মাণ করে চলেছি আমার যাত্রার পথ, সবরকম ঘৃণাকে, কুৎসাকে, অপমানকে অগ্রাহ্য করেই। সম্ভবত আমি ঠিক কাজ করেছি, কেননা আমার শত্রুদের আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি, যারা কূপমণ্ডুকটতা বিদ্বেষে সামন্তপ্রভু আর ইংরেজ-হৌসের কর্মচারীদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।"[১৭]

দারিদ্রযাপনকে অনুপ্রেরণা রূপে গ্রহণ ক'রে, শোষকশ্রেণির অপমানকে শোভন করে, আভাসের ইঙ্গিতের বিষয়কে গভীরভাবে ধারণ ক'রে দেবদাস আচার্য জীবনের সরল ও বিরল মূহূর্তগুলিকে কবিতায় তুলে এনেছেন। কখনো রাজনীতির কড়াল গ্রাসে বলি হওয়া সাধারণ নিরন্ন মানুষদের হয়রানির সাতকাহন শুনিয়ে উত্তোরণ করার এক মানবিক লড়াইয়ে ব্রতী হলেন। এক সময় কবির পরিবারের সংগ্রাম চিত্রটি সারা ভারতবর্ষের সাধারণ গৃহস্থ্য পরিবারের বিপন্ন মানুষদের সংগ্রামের ছবি রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। অতি সাধারণ এক একটি অনার্য-আদিবাসী চরিত্রের মধ্যে কবি খুঁজে পেরেছেন জীবনসংগ্রামের আসল প্রস্তুতি। তাই অনিবার্যভাবে সাংসারিক নানা চিত্র উঠে আসে তাঁর কবিতায়, সে এক সাধারণ মানুষের যুদ্ধপ্রস্তুতির ইঙ্গিত—

> "আমার বাবা সেলাইকল চালান
> এবং তাঁর ঘাম দিয়ে ভিজিয়ে দেন আমাদের রুটি
> সেই রুটি খেয়ে আমার এত স্পর্ধা
> যা সব কুলিকামিনদেরই থাকে।"[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেবদাস আচার্যের 'জীবনপ্রভাত' থেকে জানা যায়, ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর তারা এদেশে এসে দারিদ্রতার কবলে পড়েন। তাঁর বাবা একের পর এক পেশাবদল করতে থাকেন। অপটু দর্জি হিসাবে তার বাবা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু পদে পদে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। কায়িক শ্রমের কাজে অব্যর্থ হলেও সাময়িক সময়ে কয়েকটি প্রাণের খাদ্যরস জোগাতে এক শ্রমজীবী সামাজিক মানুষের লড়াই কবি দেখেছিলেন নিজের পরিবারেই। ফলত, তাঁর বাবার এই হাতুড়ে সেলাইকলটি প্রাচীন বাঙালি জীবনের চরকার মতো এক অবলম্বনযোগ্য প্রতীকে রূপে ধরা দিল। আর ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে বাবা হয়ে ওঠেন ট্রাজিক নায়ক, -

"বুড়ো ছুতোর কাকা পেরেক ঠুকছেন ভাঙাচুরো আলমারিতে—
তাঁর ছেলে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে সামনাসামনি লড়াইয়ে।" [১৯]

এক আসন্ন শীতের দিনে পুরোনো অ্যালবামে চোখ রেখে অতীত দিনের রিক্ত বিধ্বস্ত রূপটিকে মনে করেন কোনো এক ছুতোরকাকা। ক্ষমাহীন রুদ্ধশ্বাসে চারিদিকে বিচ্ছিন্নতার রব। ঘর ছাড়ার সংবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। তখন তার ছেলে পুলিশের সাথে হানাহানিতে প্রাণ হারিয়ে বসেছে। বৃদ্ধ ছুতোরকাকা সেই পুরোনো দিনের ব্যথা বুকে নিয়ে গান বাঁধেন, আর যন্ত্রনায় দগ্ধ হন প্রতিনিয়ত। এভাবেই কবি দেবদাস আচার্য সমকালীন সময়ের অভিঘাতকে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে লালন করেছেন।

Reference:

১. আচার্য, দেবদাস, 'কবিতাকে তথাকথিত এলিটিস্ট ঘরানার বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছি', প্রামাণিক সঞ্জীব (সাক্ষাৎকার) দাস, প্রকাশ, (সম্পা:), 'কবি দেবদাস আচার্য সম্মাননা সংখ্যা', 'স্বকাল', পানাগড়, পশ্চিম বর্ধমান, ডিসেম্বর ২০২৪, পৃ. ৫৮
২. আচার্য, দেবদাস, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', মণ্ডল, গৌতম (সম্পা:), আদম, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় আদম সংস্করণ, কৃষ্ণনগর, ৩০ জুন ২০১৭, পৃ. ২১
৩. তদেব, পৃ. ২৫
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. তদেব, পৃ. ৫৬
৬. তদেব, পৃ. ৬২
৭. তদেব, পৃ. ৭৩
৮. তদেব, পৃ. ৭৫
৯. তদেব, পৃ. ১০২
১০. তদেব, পৃ. ৩৩
১১. ঘোষ, শঙ্খ, 'কবিতা সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ৮৯
১২. আচার্য, দেবদাস, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', মণ্ডল, গৌতম (সম্পা:), আদম, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় আদম সংস্করণ, কৃষ্ণনগর,৩০ জুন ২০১৭, পৃ. ৩৮
১৩. আচার্য, অনীল, (সম্পা:), 'সত্তর দশক' 'প্রথম খণ্ড', চতুর্থ মুদ্রণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, মার্চ ২০২০, পৃ. ৫৫-৫৬
১৪. তদেব, পৃ. ৩৮
১৫. তদেব, পৃ. ৮৭
১৬. তদেব, পৃ. ১০৫
১৭. তদেব, পৃ. ১০৫
১৮. তদেব, পৃ. ৫৭
১৯. তদেব, পৃ. ৫৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 113 - 121
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ

আচার্য, অনীল, (সম্পা:), 'তিন দশকের গণআন্দোলন' প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮

আচার্য, অনীল, (সম্পা:), 'সত্তর দশক' 'প্রথম খণ্ড', চতুর্থ মুদ্রণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, মার্চ ২০২০

আচার্য, অনীল, (সম্পা:), 'সত্তর দশক' 'দ্বিতীয় খণ্ড', তৃতীয় মুদ্রণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৪

আচার্য, অনীল, (সম্পা:), 'সত্তর দশক' 'তৃতীয় খণ্ড', চতুর্থ মুদ্রণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০২০

সহায়ক পত্রিকা

মণ্ডল, অধীর (সম্পা:), 'পাঁচ কবির বিশেষ সংখ্যা', বনানী, উলুবেড়িয়া, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১০

মণ্ডল, গৌতম (সম্পা:), 'আদম সম্মাননা সংখ্যা,' কৃষ্ণনগর, সেপ্টেম্বর ২০১৯

দাস, প্রকাশ, (সম্পা:), কবি দেবদাস আচার্য সম্মাননা সংখ্যা,' স্বকাল, পানাগড়, ডিসেম্বর ২০২৪